গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা- ২০১৭)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা- ২০১৭

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা ও মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগি মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক সরকার নিম্নরূপ ... মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা- ২০১৭" প্রণয়ন করলেন।

০১। শিরোনামঃ এ নীতিমালা ... মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট নীতিমালা- ২০১৭' এবং এ প্রতিযোগিতা "... মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট" নামে অভিহিত হবে।

০২। প্রতিযোগিতার ধরণ ও পর্যায়ঃ

(১) এ প্রতিযোগিতা ৪টি পর্যায়ে যথাঃ (ক) উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন থানা, (খ) জেলা, (গ) বিভাগ ও (ঘ) জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) উপজেলা পর্যায়ের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুর্ধ্ব- ১৭ বা সমমানের সকল প্রতিষ্ঠান যেমনঃ ক্লাব/ক্রীড়া সংগঠন এর অংশগ্রহণ। বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন) পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

০৩। খেলার মাঠঃ

(১) খেলার মাঠের আয়তন- দৈর্ঘ্য ১১০ গজ এবং ৭০ গজ হবে।

(২) উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে টুর্ণামেন্ট কমিটি নিজ নিজ এলাকার খেলার মাঠ নির্ধারণ করা যাবে।

(২) মাঠের আয়তন অনুযায়ী গোল বার, গোল পোস্ট এবং পেনাল্টি এলাকা নির্ধারিত হবে।

০৪। অংশগ্রহণকারী দলঃ

(১) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রতিটি দল গঠিত হবে। নিম্নবর্ণিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা গঠিত দল এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
(ক) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।
(খ) বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।
(গ) ক্রীড়া ক্লাব/ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান/ক্রীড়া একাডেমি।

(২) এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোন এন্ট্রি/রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করতে হবে না।

০৫। টুর্ণামেন্ট কমিটিঃ

টুর্নামেন্ট এর খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য উপজেলা/থানা (সিটি করপোরেশন এলাকাধীন), জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ টুর্ণামেন্ট কমিটিসমূহ গঠিত হবে।

(১) জাতীয় কমিটিঃ

১.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- প্রধান উপদেষ্টা
২.	মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- উপদেষ্টা
৩.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
৪.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা।	- সদস্য
৫.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	- সদস্য
৬.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৭.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন	- সদস্য
৮.	মহা পুলিশ পরিদর্শকের প্রতিনিধি (এআইজিপির নীচে নয়)	- সদস্য

৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি	- সদস্য
১০.	মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১১.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১২.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১৩.	তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১৪.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১৭.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব এর নীচে নয়)	- সদস্য
১৮.	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	- সদস্য
১৯.	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	- সদস্য
২০.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	- সদস্য
২১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	- সদস্য
২২.	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
২৩.	সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	- সদস্য
২৪.	বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি (প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৫.	জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	- সদস্য
২৬.	বাংলাদেশ গার্লস গাইডের প্রতিনিধি	- সদস্য
২৭.	পরিচালক, (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	- সদস্য
২৮.	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	- সদস্য
২৯.	সম্পাদক, ক্রীড়া জগৎ	- সদস্য
৩০.	মিডিয়া পার্টনার (এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, ... ইত্যাদি)	- সদস্য
৩১.	উপ-প্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩২.	সিনিয়ন সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	- সদস্য
৩৩.	জনাব বাদল রায়, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	- সদস্য
৩২.	জনাব হারুনুর রশীদ, ক্রীড়া সংগঠক	- সদস্য
৩৩.	জনাব শেখ আসলাম, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	- সদস্য
৩৪.	যুগ্মসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ

১. খেলা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রণয়ন ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় নির্ধারণ।

২. গোল্ডকাপ এর ডিজাইন চুড়ান্তকরণ ও প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য পুরস্কার নির্ধারণ।

৩. টুর্ণামেন্ট সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন।

৪. বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন বিদ্যালয় দলসমুহের অংশগ্রহনে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

৫. খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) বিভাগীয় কমিটিঃ

১.	কমিশনার (সংশ্লিষ্ট বিভাগের)	- সভাপতি
২.	ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট বিভাগের)	- সদস্য
৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
৪.	জেলা প্রশাসক (সকল)	- সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ	- সদস্য
৬.	আঞ্চলিক পরিচালক (মাধ্যমিক শিক্ষা)	- সদস্য
৭.	বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
৮.	বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক	- সদস্য
৯.	বিভাগীয় সদরের জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
১০.	সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
১১.	বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	- সদস্য

১২.	সিটি করপোরেশন/পৌরসভার প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৩.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৪.	বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর প্রতিনিধি(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৫.	সভাপতি, বিভাগীয় ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
১৬.	জেলা শিক্ষা অফিসার বিভাগীয় সদর	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. বিভাগীয় পর্যায়ে সকল খেলার সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনা, আইন শৃংখলা বজায় রাখা এবং এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) জেলা কমিটিঃ

১.	সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্যবৃন্দ	- উপদেষ্টা
২.	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
৩.	পুলিশ সুপার	- সহ-সভাপতি
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিঃউঃ/সাঃ)	- সদস্য
৫.	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
৭.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
৮.	জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	- সদস্য
৯.	জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১০.	সভাপতি, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	- সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	- সদস্য
১২.	জেলা স্কাউটস্ এর সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য
১৩.	জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি	- সদস্য
১৪.	জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি	- সদস্য
১৫.	ক্রীড়া শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৬.	ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৭.	উপজেলা মাধ্যমিক/বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সভাপতি কর্তৃক মনোনীত	- সদস্য
১৮.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য-সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. জেলা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৪) উপজেলা কমিটিঃ

১.	জাতীয় সংসদ সদস্য	- প্রধান উপদেষ্টা
২.	মেয়র, পৌরসভা	- উপদেষ্টা
৩.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	- উপদেষ্টা
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সভাপতি
৫.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য
৬.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য
৭.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	- সদস্য
৮.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য
৯.	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	- সদস্য
১০.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল)	- সদস্য
১১.	উপজেলা মাধ্যমিক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
১২.	উপজেলা সদরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৩.	ক্রীড়া শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন)	- সদস্য

১৪.	সাধারণ সম্পাদক , উপজেলা স্কাউটস	- সদস্য
১৫.	সভাপতি, উপজেলা ফুটবল এসোসিয়েশন	- সদস্য
১৬.	ক্রীড়ানুরাগী ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৭.	উপজেলার আনসার/ভিডিপি কর্মকর্তা	- সদস্য
১৮.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	- সদস্য
১৯.	উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধিঃ ১. উপজেলা পর্যায়ের সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৬। খেলার নিয়ম কানুনঃ

এ প্রতিযোগিতার সকল খেলা প্রণীত নীতিমালা ও টুর্ণামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। খেলা পরিচালনায় এ নীতিমালার আওতায় সমাধানযোগ্য নয় এমন কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তা ফিফা ও বাফুফের বিধি ও উপবিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

০৭। দল গঠনঃ

(১) প্রতিটি মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের (বয়স অনুর্ধ্ব- ১৭) মধ্যে থেকে ১৮ জন খেলোয়াড় ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ২ জন কর্মকর্তা (দাতাদের ও প্রশিক্ষক) নিয়ে দল গঠিত হবে। উপজেলা/থানা দলের ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক-কে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনোনীত করবে। এ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

(২) খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৭ বছর। উপজেলা পর্যায় থেকে যে দল জেলা পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ বয়স সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যয়ন করবেন এবং প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন।

০৮। খেলার মাঠে প্রবেশঃ

(১) ১৮ জন খেলোয়াড়, ২ জন কর্মকর্তা এবং ২জন সহকারী মাঠে প্রবেশ করতে পারবে। খেলার সময় অতিরিক্ত ৫ জন খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও সহকারীগণ তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করবেন।

(২) খেলোয়াড় আহত হলে রেফারী'র অনুমতি সাপেক্ষে সর্বমোট ২ জন সাহায্যকারী মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

(৩) রেফারীর আহবানে চিকিৎসক মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন

০৯। খেলোয়াড়দের তালিকাঃ

(১) খেলার নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রধান শিক্ষক টুর্ণামেন্ট কমিটির নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (২ কপি) প্রদান করবেন।

(২) খেলা শুরুর ১ (এক) ঘন্টা পূর্বেই টুর্ণামেন্ট কমিটি রেফারীর নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (১ কপি) প্রদান করবে।

(৩) অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ বুট ব্যবহার করতে পারবে/পারবে না।

১০। জার্সির রংঃ

(১) যদি কোন দলের জার্সির রং বিপক্ষ দলের জার্সির সংগে প্রায় মিলে যায় যাহা রেফারীর খেলা পরিচালনায় সমস্যা হতে পারে সে ক্ষেত্রে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।

(২) কোন খেলোয়াড় খেলা চলাকালীন সময়ে তার দল কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত জার্সি (জার্সি নম্বর অপরিবর্তিত রেখে) পরিবর্তন করতে পারবে।

১১। খেলোয়াড় বদলঃ

প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে রেফারীর অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন ৪ (চার) জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

১২। খেলার সময়ঃ

খেলা মোট ৯০ মিনিট পরিচালিত হবে। প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিট পর ১০ মি. বিরতি থাকবে। নির্ধারিত সময়ে যদি খেলা অমিমাংসীত থাকে তাহলে নির্ধারিত সময়ের পর ৫+৫ = ১০ মি: অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে। অতিরিক্ত সময়ে ফলাফল নির্ধারিত না হলে পেনাল্টি কিকের (টাই ব্রেকার) মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। অতিরিক্ত সময়ে খেলা চলাকালীন কোন বিরতি থাকবে না।

১৩। রেফারীঃ

(১) উপজেলা/থানা পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট কমিটি খেলা পরিচালনার জন্য রেফারী নিয়োগ করবে।

(২) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য টুর্ণামেন্ট কমিটি বাফুফের তালিকাভূক্ত রেফারী নিয়োগ করবে।

(৩) প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে মাঠে রেফারীর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৪) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়োজিত রেফারীদের যাতায়াত, খাবার ও অন্যান্য সম্মানী ভাতা নির্ধারিত হারে টুর্ণামেন্ট কমিটি বহন করবে।

১৪। ফিক্চারঃ

(১) টুর্ণামেন্ট কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সময়সুচি/ ফিক্চার প্রণয়ন করবে।

(২) নির্ধারিত খেলার সময়সূচি/ফিক্চার অনুযায়ী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্ণামেন্ট কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫। খেলার স্থান, তারিখ ও সময়ঃ

খেলার স্থান (উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম) মাঠ তারিখ ও সময় টুর্ণামেন্ট কমিটি নির্ধারণ করবে।

১৬। ভাতাঃ

জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে টুর্ণামেন্ট কমিটি কর্তৃক প্রতি খেলার জন্য দূরত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত হারে এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে। খেলা চলাকালীন কোন দল খেলায় বিরত থাকলে উক্ত দল কোন ভাতা প্রাপ্য হবে না।

১৭। অংশগ্রহণের ব্যর্থতাঃ

(১) কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে রেফারী ১৫মিঃ অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন

(২) কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে উক্ত বিদ্যালয় দলের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ দায়ী থাকবে।

১৮। চূড়ান্ত খেলায় স্থান নির্ধারণঃ

প্রতিযোগিতার কোন পর্যায়ে কোন অবস্থাতেই চূড়ান্ত খেলায় যুগ্ম-চ্যাম্পিয়নশীপ থাকবে না। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা অমিমাংসিত থাকলে সেক্ষেত্রে টাইব্রেকার এর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে।

১৯। শৃঙ্খলা উপ-কমিটিঃ

প্রত্যেক পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট কমিটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃংখলা উপ-কমিটি গঠন করবে। শৃংখলা উপ-কমিটি খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/দল ও রেফারীদের ভূমিকা/আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

(১) খেলা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সংগঠিত অপরাধের বিষয়ে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) খেলা শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনে ৬ ঘন্টার মধ্যে নিয়ম লংঘনকারীর বিরদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) উপ-কমিটি কোন খেলোয়াড়কে টুর্ণামেন্ট চলাকালীন সময় পর্যন্ত খেলা থেকে বিরত রাখতে পারবে। যদি উপ-কমিটি এ ব্যাপারে অধিকতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করে তাহলে টুর্ণামেন্ট কমিটির

নিকট সুপারিশ প্রেরণ করবে।

২০। অভিযোগ/আপত্তিঃ

খেলা প্রসঙ্গে অভিযোগ/ আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য ফিসহ প্রতিযোগিতার টুর্ণামেন্ট শৃংখলা উপ-কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য-সচিব বরাবরে লিখিত অভিযোগ/ আপত্তি দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে শৃংখলা উপকমিটি সিদ্ধান্ত নিবে।

২১। আপীলঃ

শৃংখলা উপ-কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি/আপীল থাকলে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে ১২ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করতে হবে। টুর্নামেন্ট কমিটি বার ঘন্টার মধ্যে আপত্তি/আপীল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবে। এ বিষয়ে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২। ম্যাচ কমিশনারঃ

প্রত্যেক খেলায় একজন ম্যাচ কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। টুর্ণামেন্ট কমিটি ফুটবল খেলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ম্যাচ কমিশনার নিয়োগ করবে। তিনি নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেনঃ

(১) খেলার সময় মাঠে খেলোয়াড়, কোচ, রেফারী, সমর্থক, কর্মকর্তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ।

(২) বিভিন্ন তথ্য ও সমস্যা সুপারিশসহ নির্ধারিত ফরমে খেলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন টুর্ণামেন্ট-এর সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন।

২৩। পাতানো খেলাঃ

কোন দল পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করলে এবং তা শৃংখলা উপ-কমিটি কর্তৃক সনাক্ত হলে টুর্ণামেন্ট কমিটি ঐ দল/দলসমূহকে ২(দুই) বছরের জন্য এ টুর্ণামেন্টের সকল খেলা থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

২৪। পুরস্কারঃ

(১) জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলার বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন), বিজিত (রানার আপ) ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে যথাক্রমে গোল্ড কাপ, সিলভার কাপ ও ব্রোঞ্জ কাপ প্রদান করা হবে। এছাড়াও, জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলার বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন), বিজিত (রানার আপ) ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে নগদ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

(২) টুর্ণামেন্ট কমিটি প্রতিটি পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলকে স্থানীয়ভাবে ক্রেষ্ট, মেডেল প্রদান করতে পারবে।

(৩) চ্যাম্পিয়ন, রানার আপ ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলের সকল খেলোয়াড়কে মেডেল দেয়া হবে।

(৪) শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকেও মেডেল দেয়া হবে।

২৫। কাপঃ

জাতীয়ভাবে চ্যাম্পিয়ন দলকে খেলার শেষে কাপ হাতে দেয়া হবে। অতপর গোল্ডেন কাপ ফেরৎ নিয়ে কাপ-এর রেপলিকা প্রদান করা হবে।

(১) রানার আপ দলকে সিলভার কাপ এর রেপিলিকা প্রদান করা হবে;

(২) তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ব্রোঞ্জ কাপ এর রেপিলিকা প্রদান করা হবে;

(৩) তিনটি দলকে আর্থিক পুরস্কারও দেয়া যেতে পারে;

(৪) কোন দল পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ান/রানার আপ হলে যথাক্রমে গোল্ড কাপ ও সিলভার কাপ প্রদান করা হবে।

২৬। খেলা স্থগিত/পরিত্যক্তঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকুল আবহাওয়া/অতিবৃষ্টি/দুর্ঘটনা/মাঠের বাহিরে বা ভিতরে গোলযোগের কারণে খেলা না হলে রেফারী ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এর পরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয়

তবে রেফারী শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার আগেই টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে উভয় দলকে ঐদিন (বাতিলকৃত খেলার দিন) জানিয়ে দেয়া হবে।

(১) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে দল প্রতিযোগিতা হতে সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। এরূপক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

(২) যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে অথবা মাঠে অবস্থান করে রেফারীর আদেশ অমান্য করে, খেলায় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তা'হলে সে দলকে টুর্ণামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে। পাশাপাশি অপর দলকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে।

(৩) কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে টিএ এবং ডিএসহ কোন আর্থিক সুবিধা পাবে না।

২৭। তহবিল ও হিসাবঃ

.....মাধ্যমিক টুর্নামেন্ট তহবিল নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তহবিল গঠিত হবে। সরকারী/বেসরকারী অনুদানের মাধ্যমে এ তহবিল গঠিত হবে এবং টুর্ণামেন্টের কাজে এ তহবিল ব্যয় করা যাবে। জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও নিয়মে তহবিলের একটি ব্যয় হিসাব থাকবে এবং তা পরিচালিত হবে।

২৮। বিবিধঃ

টুর্ণামেন্ট কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

(১) খেলার উপযোগী বল-এর ব্যবস্থা করণ। এক্ষেত্রে বলের সাইজ ৩ নম্বর অথবা ডি.আর সাইজ ৩ নম্বর হবে।

(২) প্রতিযোগিতার মাঠে ২-৩ টা বল সরবরাহ করণ।

(৩) গোলবারের পিছনে অবশ্যই নেট স্থাপন।

২৯। পৃষ্ঠপোষকতাঃ

টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে খেলা পরিচালনায় পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করতে পারবে।

৩০। সংশোধনঃ

টূর্ণামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় টুর্ণামেন্ট কমিটি এ নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়ম কানুন সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

৩১। নীতিমালার হেফাজতঃ

.....মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট এর সকল খেলায় এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। এ নীতিমালায় নেই এমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার জাতীয় টুর্ণামেন্ট কমিটির থাকবে।

৩২। শৃংখলা সম্পর্কীয় অপরাধ ও শাস্তি নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য শৃংখলা উপকমিটি কর্তৃক নিম্নরুপ শাস্তি প্রদান করা যাবেঃ

ক্রমিক	অপরাধ	শাস্তি
১.	কোন খেলায় যদি কোন খেলোয়াড়কে রেফারী কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় বা কোন খেলায় দ্বিতীয় বার হলুদ কার্ডের পরিবর্তে লাল কার্ড প্রদর্শিত হয়।	খেলোয়াড় ঐ খেলা থেকে বহিস্কৃত হবে এবং পরবর্তী ১ খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। টুর্ণামেন্ট কমিটি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে।
২.	কোন খেলোয়াড় মাঠের ভিতরে বা বাইরে খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন সময়ে বা খেলার পরে যদি রেফারীকে বা সহকারী রেফারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত বা আঘাত করে।	খেলোয়াড়কে টুর্ণামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে।
৩.	মাঠে কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত

ক্রমিক	অপরাধ	শাস্তি
	খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে যদি শারীরিকভাবে আঘাত করে।	থাকবে।
৪.	কোন খেলোয়াড় মাঠে অথবা মাঠের বাইরে কর্মকর্তার সাথে অশোভন আচরণ করে অথবা অভদ্র/অশালীন ভাষা ব্যবহার করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৫.	কোন খেলোয়াড় যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বিরত থাকার শাস্তি ভোগের পর একই অপরাধের পুনারাবৃত্তি করলে।	খেলোয়াড় টুর্ণামেন্ট এর খেলাসমূহে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৬.	কোন দলের কর্মকর্তা বা সমর্থক একক বা সম্মিলিতভাবে ফলাফল অনুকূলে নেয়ার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করে অথবা খেলার শৃংখলা ভঙ্গ করে।	শৃংখলা উপ-কমিটি যে কোন কঠোর শাস্তিমূলক (দল বহিস্কার/আর্থিক জরিমানা বা উভয়) ব্যবস্থা নিতে পারবে।

মোঃ ওমর ফারুক এনডিসি
যুগ্ম-সচিব (ক্রীড়া)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য-সচিব
"..... মাধ্যমিক ফুটবল টুর্নামেন্ট"